প্রথম আলো

তারিখ 5 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উৎসবমুখর পরিবেশে ছাত্র পরিষদ নির্বাচন

প্রথম আলো ডেস্ক ●

সারা দেশের ১৩ হাজার ৫৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গতকাল শনিবার ছাত্র পরিষদ (স্টুডেন্টস কাউন্সিল) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল নয়টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত এই ভোট গ্রহণ চলে।

শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নির্বাচন কমিশনার, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, পোলিং কর্মকর্তা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন।

১৩ হাজার ৫৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত

নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছিল উৎসবের আমেজ। দলে দলে ভাগ হয়ে খুদে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব মো. নজরুল ইসলাম খান গতকাল দিনাজপুরের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠান দেখেছেন। এ সময় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, বর্তমানে রাজনীতি এবং নির্বাচনের প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। শিশুকাল থেকে গণতন্ত্রচর্চা ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটলে ভবিষ্যতে রাজনীতির ওপর মানুষের আস্থা ফিরে আসবে।

ছাত্র পরিষদের নির্বাচন দেখতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকেরাও এসেছিলেন। এমন নির্বাচন দেখে অভিভাবকেরাও মুগ্ধ।

বরগুনার পাথরঘাটা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী নূর জান্নাত বলে, 'আইজগো দিনটা আমাগো খুব আনন্দের। জীবনে প্রথম ভোট দিছি।'

নির্বাচন কমিশনার (হবিগঞ্জের মাধবপুরের শাহেনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী) রাফিয়া খানম *প্রথম আলো*কে বলে, নির্বাচনে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

ময়মনসিংহের নান্দাইলের আল আজহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বাকলী দাস বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করতে সুষ্ঠু নির্বাচন অপরিহার্য। খুদে শিশুদের মনে এ ধারণা তৈরি করতেই এই নির্বাচনের উদ্দেশ্য।

নিয়ম অনুযায়ী তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এই নির্বাচনে প্রার্থী ও ভোটার হতে পারবে। এই তিনটি শ্রেণী থেকে কমপক্ষে দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে সাত সদস্যের ছাত্র পরিষদ গঠিত হবে। এর মেয়াদ হবে এক বছর। তবে প্রতিটি শ্রেণী থেকে দুজন করে সহযোগী প্রতিনিধি মনোনীত করা যাবে। এসব প্রতিনিধি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সহযোগিতা করবে। পরিষদ বিদ্যালয়ের সাতটি প্রধান কাজ তদারক করবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: পরিবেশ, পুস্তক ও শিখনসামগ্রীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, পানিসম্পদ, অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন এবং বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরি করা।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ১০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

[redacted]

াদ: [redacted]